দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ১৩।১১।২০০০
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

চঃবিঃতে নয়া ভিসি প্যানেল নিয়ে শিক্ষক রাজনীতি উত্তপ্ত ❑ তৃতীয় শক্তির উত্থান

আবদুল মালেক ॥ ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক আবদুল মান্নানের ৪ বছর মেয়াদ পূর্তির প্রেক্ষাপটে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ভিসি প্যানেল নির্বাচন করা না করা নিয়ে শিক্ষক রাজনীতিতে টানাটানি শুরু হয়েছে। ভিসি পদের দ্বন্দ্বে বহুল আলোচিত প্রফেসর আবদুল মান্নান ও ড. আবু ইউসুফ পরস্পরের বিরুদ্ধে আবার কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছেন। এই সুযোগে শিক্ষক রাজনীতিতে তৃতীয় শক্তির উত্থান ঘটতে যাচ্ছে। বিএনপি ও আওয়ামীপন্থী সদস্যরা প্যানেল নির্বাচন বয়কটের ঘোষণা দিয়েছেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আগামী ১৭ নভেম্বর আহূত সিনেটের বিশেষ অধিবেশন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। চলছে গুজবের ছড়াছড়ি। উল্লেখ্য, ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ অনুসারে সিনেটে অধিবেশনের মাধ্যমে ৩ জনের ভিসি প্যানেল নির্বাচন করা হয়। সেখান থেকে চ্যান্সেলর যে কোনো একজনকে ভাইস চ্যান্সেলর মনোনীত করেন। কিন্তু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় এক যুগ ধরে এই বিধান নির্বাসিত রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ সিনেট নির্বাচন হয়েছিল ১৯৮৬ সালে। ৩ বছর অন্তর পুনর্নির্বাচনের বিধান থাকলেও নানা কারণে হয়নি। সে সময় সিনেটের সদস্য ছিলেন ১০১ জন। ১৯৯২ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে

১৪ এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

চঃবিঃতে নয়া ভিসি প্যানেল নিয়ে শিক্ষক রাজনীতি উত্তপ্ত ঃ তৃতীয় শক্তির উত্থান

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সিনেটে ১৫ জন কলেজ প্রতিনিধি বাদ গেছেন। চাকসু নির্বাচন না হওয়ায় ৫ জন ছাত্রছাত্রী পদে প্রতিনিধিত্ব নেই। বাকী সদস্যদের মধ্যে অবসর ও মৃত্যুজনিত কারণে এখন সিনেট ৬৮ সদস্যে এসে ঠেকেছে। এই অবস্থায় প্রশ্ন উঠেছে এই সিনেটের বৈধতা নিয়ে।

এদিকে গত ৫ বছর যাবৎ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেটের কোন বৈঠক হয়নি। সিনেটের সর্বশেষ বৈঠক হয়েছিল ১৯৯৫ সালের জুন মাসে। এরপর তৎকালীন ভিসি প্রফেসর রফিকুল ইসলাম চৌধুরীর মেয়াদ পূর্তির প্রেক্ষাপটে সে বছর ২৬ ডিসেম্বর সিনেটের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ফরেস্ট্রির অধ্যাপক ডঃ মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন ও চট্টগ্রাম মেডিকেলের শিক্ষক ডাঃ সৈয়দ আহমদের একটি রীট আবেদনের ভিত্তিতে হাইকোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চ সিনেটের উপর অনির্দিষ্টকালের জন্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ফলে আর প্যানেল নির্বাচন হতে পারেনি। এই অবস্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার হাত বদল হলে তৎকালীন ভিসি, প্রো-ভিসিকে সরিয়ে আওয়ামী পন্থী শিক্ষক ডঃ আবু ইউসুফকে প্রো-ভিসি ও প্রফেসর আব্দুল মান্নানকে ভিসি নিযুক্ত করা হয়। ইতোমধ্যে ডঃ আবু ইউসুফের ৪ বছর মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রফেসর মান্নানের মেয়াদ আগামী ৬ নভেম্বর ৪ বছর পূর্ণ হবে। এদিকে সিনেটের ওপর ৫ বছর আগে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা আকস্মিকভাবে গত ১৯ অক্টোবর প্রত্যাহার হয়ে গেছে। এই অবস্থায় বর্তমান ভিসি প্রফেসর আব্দুল মান্নান আগামী ১৭ নভেম্বর সিনেট বৈঠক আহবান করেছেন। সে অধিবেশনে পরবর্তী ভিসি প্যানেল নির্বাচনের কথা। কিন্তু শিক্ষক রাজনীতির দুই চরম প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি জাতীয়তাবাদী সাদা গ্রুপ ও আওয়ামীপন্থী গোলাপী গ্রুপ সিনেট অধিবেশন বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে।

এ ব্যাপারে সাদা দলের এক বৈঠক গত বুধবার সন্ধ্যায় শহরের একটি বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ডঃ এম বদিউল আলম, ডঃ ইউসুফ শরীফ আহমেদ খান, ডঃ মুহাম্মদ শামসুদ্দিন, প্রফেসর নুরুদ্দীন চৌধুরী, ডঃ হাসান মোহাম্মদ, ডঃ মুনীর আহমেদ চৌধুরী, ডঃ সিদ্দিক আহমেদ চৌধুরীসহ বিপুল সংখ্যক শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গেছে। বৈঠক থেকে ডঃ মুহাম্মদ শামসুদ্দিন এই প্রতিনিধিকে জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সিনেট নতুন নির্বাচনের বিকল্প নেই। কারণ, বর্তমান সিনেট অনেক আগেই বৈধতা হারিয়েছে। তাই এই সিনেট নিয়ে ভিসি প্যানেল নির্বাচনেরও কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। তিনি জানান, এই অবস্থায় আইনের শাসনের জন্য লড়াই করতে হবে। সাদা দলের শিক্ষকবৃন্দ এ ব্যাপারে শনিবার ভিসিকে স্মারকলিপি দিয়ে নতুন সিনেট নির্বাচনের দাবী জানান।

অন্যদিকে গত মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত আওয়ামীপন্থী গোলাপী দলের বৈঠকেও অনুরূপ মন্তব্য করা হয়েছে। এ ব্যাপারে গোলাপীদলের শীর্ষ নেতা ও শিক্ষক কমিটির সভাপতি ডঃ অনুপম সেন গত বৃহস্পতিবার বিকেলে ইনকিলাবকে জানান, ১৪ বছর আগে নির্বাচিত সিনেটের কোন নীতিগত বৈধতা নেই। সবচেয়ে বড় কথা ১৪ বছর আগের নির্বাচিতরাও অনেকে এখন অবসরে। তাই তিনি আগে সিনেট নির্বাচন ও পরে সিনেট অধিবেশনের মাধ্যমে প্যানেল নির্বাচনের দাবী জানান।

বর্তমান প্রো-ভিসি ডঃ আবু ইউসুফও একই মন্তব্য করেন। তবে ভিসি প্রফেসর আব্দুল মান্নানকে টেলিফোনে অনেক চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি।

সংশ্লিষ্ট ওয়াকিবহাল মহল জানায়, ভিসি প্রফেসর আব্দুল মান্নান দ্বিতীয়বারের মত দায়িত্ব নিতে চান। ফলে প্রো-ভিসির সাথে তার পুরনো বিরোধ পুনরায় তীব্র হয়েছে। জানা গেছে, দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মহল থেকে প্রফেসর মান্নানকে প্যানেল নির্বাচনের শর্ত দিয়েছেন। সে জন্য তিনি আগামী ১৭ নভেম্বর সিনেট বৈঠক ডেকেছেন। কিন্তু তার নিজ গ্রুপের পক্ষ থেকেও এর বৈধতা নিয়ে আপত্তি ওঠায় এখন এই বৈঠক অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে বর্তমান সিনেট নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হলেও আওয়ামী গ্রুপকে একটি প্রবল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। কারণ রেজিস্ট্রার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধিসহ সিনেটের একটি বিরাট অংশ জাতীয়তাবাদী সাদা দলের দখলে। আবার একই পদের জন্য প্রো-ভিসি ডঃ আবু ইউসুফের নেতৃত্বেও একটি উপ-গ্রুপ তৎপর। ফলে এখন গোলাপী দলে চলছে প্রবল টানাহেঁচড়া। এই অবস্থায় শিক্ষক রাজনীতিতে তৃতীয় শক্তির উত্থান ঘটতে যাচ্ছে। তৃতীয় শক্তির প্রতিনিধি হিসেবে ডঃ অনুপম সেন ও অধ্যাপক আনোয়ারুল আজিম আরিফের নাম ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। এদিকে গত কয়দিন যাবৎ আওয়ামীপন্থী কয়েকজন শিক্ষকনেতা ইনকিলাবকে জানাচ্ছেন যে, ভার্সিটির উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ডঃ অনুপম সেনকে পরবর্তী ভিসি নিয়োগে সরকারের চিন্তা-ভাবনা চলছে। এজন্য ইতোমধ্যে ভিসি প্রফেসর মান্নান ডঃ সেনকে অগ্রীম অভিনন্দন জানিয়েছেন। তবে কোনও সূত্র এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারেনি। বর্তমানে শিক্ষকদের মধ্যে তুমুল বাদ-বিবাদ চলছে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোন কোন শিক্ষকনেতা নতুন করে মামলার প্রস্তুতিও নিচ্ছেন বলে জানা গেছে।